1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

মসজিদে নববী নির্দেশিকা



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সূচিপত্র

পছন্দসই পৃষ্ঠায় যেতে যে কোনো শিরোনামে ক্লিক করুন



মসজিদে নববী



নামাজের ফজিলত বৃদ্ধি



মসজিদ যিয়ারতের জন্য সফর



মসজিদের নানা



হুজরা শরীফ



নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম প্রদান



নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের বিবরণ



রওজা শরীফ (রিয়াজুল জান্নাহ)



রওজা শরীফে কীভাবে নামাজ পড়বো?



মসজিদে নববীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ



মদিনা মুনাওয়ারা

■ এটা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ভূমি ও তাঁর বসবাসের স্থান। এখানেই তাঁর কবর ও তাঁর দেহ মুবারক শায়িত।

■ মক্কা মুকাররমার পরে এটাই মুসলমানদের কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পবিত্র ভূমি।

■ একইভাবে এটা ইসলামের সর্বপ্রথম রাজধানী। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি যেখান থেকে একসময় এ সভ্যতার আলো গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।



এই নির্দেশিকাতে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।



মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা

মদিনা মুনাওয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমি। আল্লাহ তাআলা এটাকে নানান শ্রেষ্ঠত্বে মণ্ডিত করেছেন। তন্মধ্যে:



এটা ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি:

মদিনা মুনাওয়ারা শুরু থেকেই ইসলাম ও হিদায়াতের কেন্দ্রভূমি। কিয়ামত পর্যন্ত এমন থাকবে। এখানেই ইসলাম পল্লবিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। এখান থেকে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়েছে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সাপ যেমন গর্তে আশ্রয় নেয়, ঈমান তেমন মদিনায় আশ্রয় নিবে’। (সহিহুল বুখারী ১৮৭৬)







এটা বরকতময়:

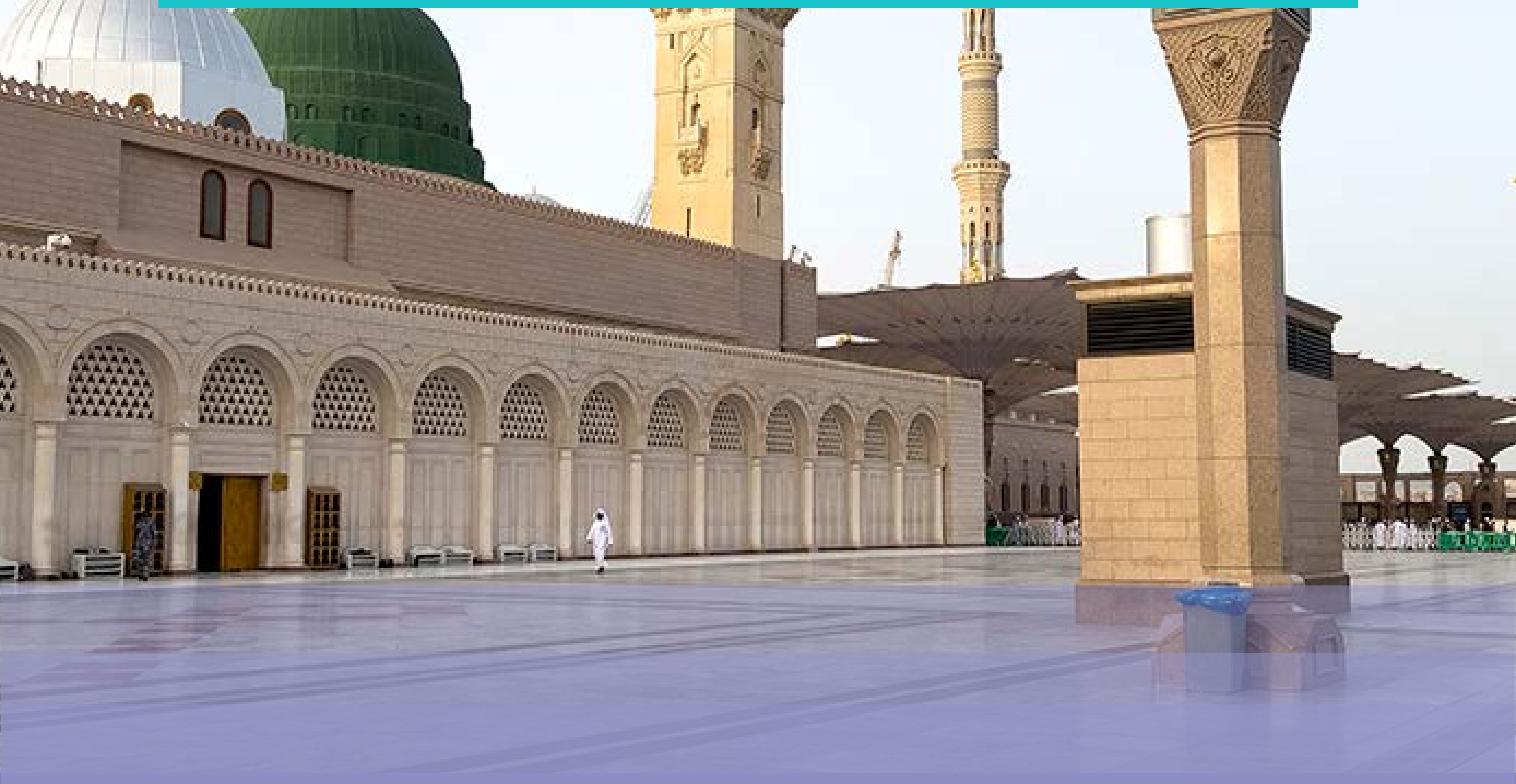
বরকত মানে- বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার খাদ্য, জীবিকাসহ সব বিষয়ের বরকতের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ আমাদের ফলে বরকত দিন। আমাদের মদীনাতে বরকত দিন। আমাদের সা' (ওজনে) বরকত দিন। আমাদের 'মুদ্দ' (পরিমাণে) বরকত দিন। হে আল্লাহ ইবরাহীম আপনার বান্দা, খলীল ও নবী আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কার জন্য দুআ করেছেন। তিনি মক্কার জন্য যা দুআ করেছেন আমি আপনার কাছে মদিনার জন্য সেগুলো এবং (অতিরিক্ত) আরও সমপরিমাণ দুআ করছি'। সহিহুল বুখারী (১৮৭৬)

এটা হারাম শহর:

হারাম শহরে পুণ্যের সওয়াব অনেকগুণ বেশি। সেখানে পাপের বোঝাও অনেক বেশি ভারী। হারাম শহরের অধিবাসীদেরকে কোনো প্রকারের কষ্ট দেয়া আল্লাহর কাছে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।



মদিনার
নামসমূহ



মদিনার বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ নাম রয়েছে

তন্মধ্যে কয়েকটি নাম হলো:

মদিনা: ‘মদিনা’ শব্দের শাব্দিক অর্থ শহর। জগতের প্রত্যেকটি শহরের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। কিন্তু একমাত্র

‘মদীনা’ই অন্য কোনো নাম ছাড়া স্রেফ ‘মদিনা’ নামে পরিচিত।

কখনো কখনো এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুক্ত করে নবীর মদিনা' বলা হয়। আবার কখনো মদিনা মুনাওয়ারা’ তথা আলোকিত শহর বলা হয় কারণ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে এটাকে হিদায়াত ও ইসলামের আলোতে আলোকিত করেছেন।



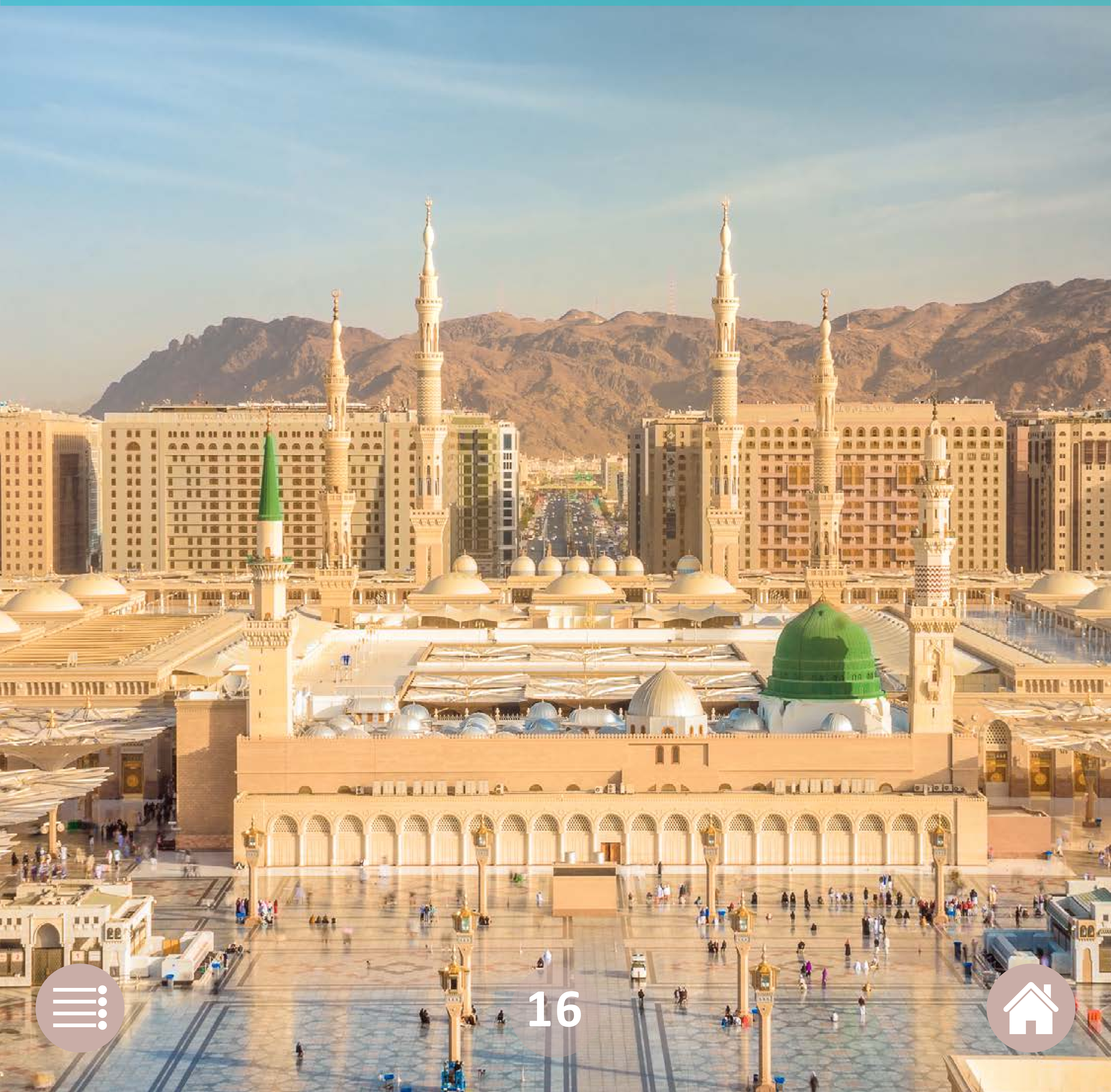
দারুল হিজরা (হিজরতের ভূমি): কারণ এটা সেই ভূমি যা রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবাদের হিজরতের মাধ্যমে ধন্য হয়েছে। তাদেরকে নিজ বুকে স্থান দিয়েছে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

তাইবা: এর অর্থ পবিত্র, সুন্দর, আলোকিত, উজ্জ্বল। কারণ এর মাটি পবিত্র। এর অধিবাসীরা মহান। এখানের জীবন সুন্দর ও আলোকিত।



মসজিদে নববী

এটা মসজিদে হারামের পরে ইসলামের দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। মদিনার হিজরতের পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ এটা নির্মাণ করেন। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। এখানেই সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহর সান্নিধ্যে বসতেন এবং তাঁর বরকত ও হিদায়াতের সুধা গ্রহণ করতেন।





নামাজের
ফজিলত বৃদ্ধি

মসজিদে নববীর নামাজ পুণ্যের দিক থেকে সাধারণ নামাজের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে হাজার নামাজের সমতুল্য’।

মসজিদ যিয়ারতের জন্য
সফর



সম্ভব হলে রাসূলুল্লাহর মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য সফর করা মুসলমানদের জন্য মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়: মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা’।



রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করে যুগে যুগে মুসলিমগণ এই মসজিদের নির্মাণ ও যত্নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সৌদি আরবের বাদশাহদের হাতে এটা একাধিকবার সম্প্রসারিত হয়েছে। মসজিদের মূল অবকাঠামো এবং চত্বর সম্প্রসারণের পরে বর্তমানে এটি ৫০০,০০০ বর্গমিটারের বেশি আয়তনের হয়েছে।

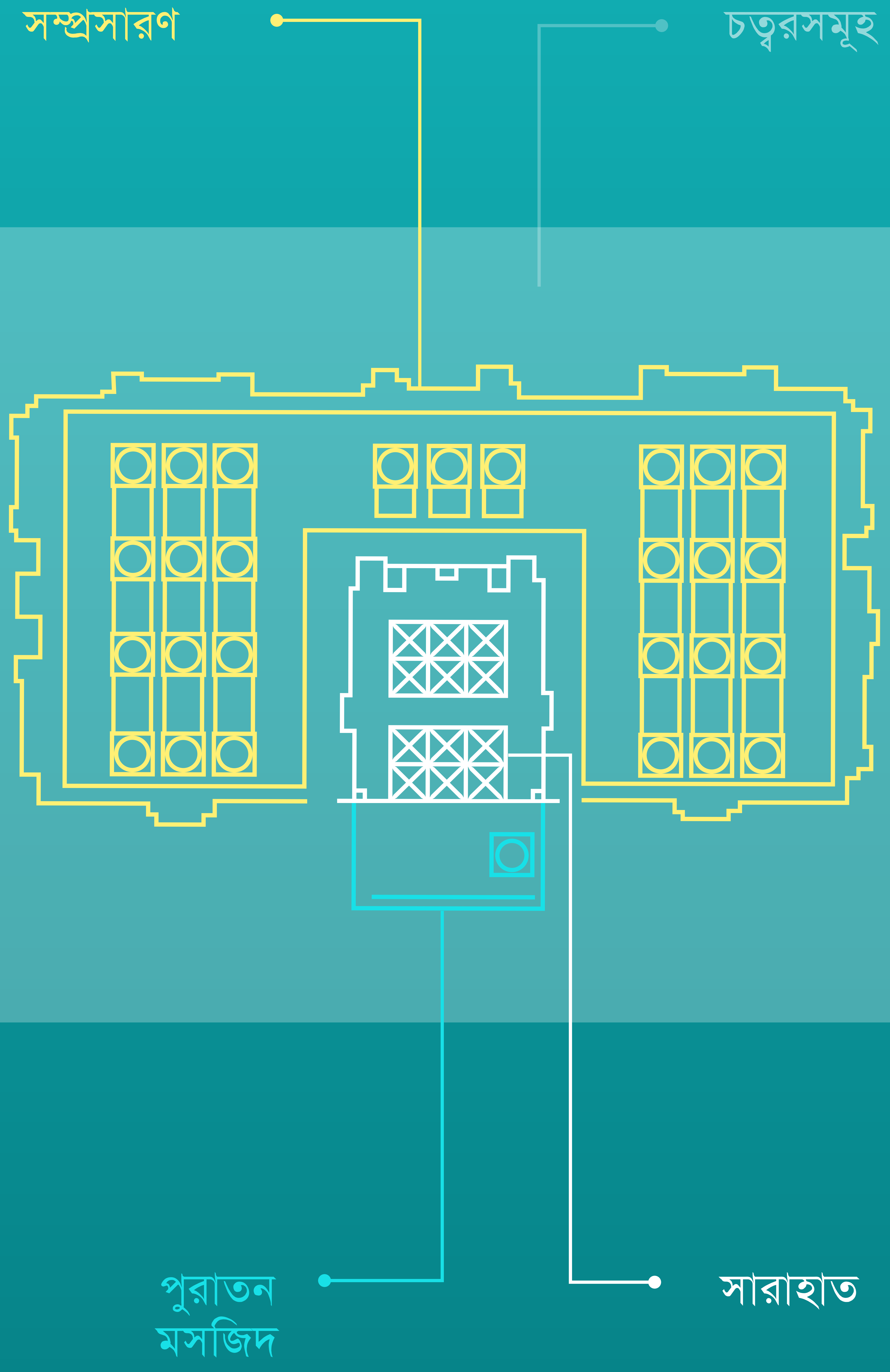
বর্তমানে এই মসজিদ প্রায়

১,০০০০০০

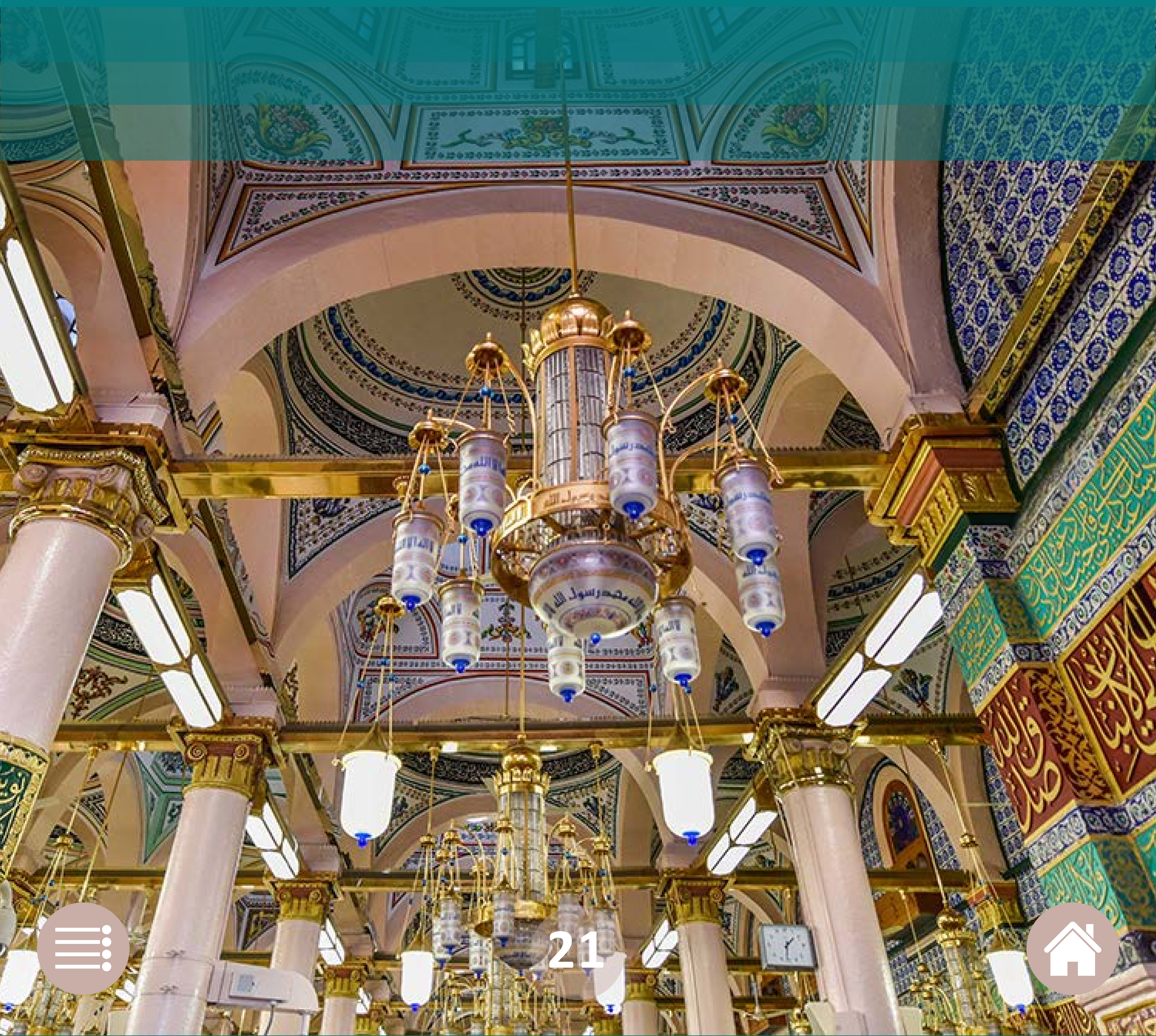
মুসল্লী ধারণ করতে সক্ষম।



মসজিদের নানা অংশ



পুরাতন মসজিদ: এটি সেই মসজিদ যেখানে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণ নামাজ আদায় করতেন। এটাতে এখনো ঐতিহাসিক অবকাঠামো এবং প্রাচীন নকশাসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।



সারাহাত: পুরাতন মসজিদ লাগোয়া দু'টো উন্মুক্ত স্থান। অতীতে এখানে নুড়ি পাথর বিছানো ছিল। এজন্য এটার নাম ছিল 'হাসওয়া' (পাথুরে ভূমি)। বর্তমানে এখানে স্বয়ংক্রিয় ছাতা রয়েছে যা দিনের বেলা মুসল্লীদেরকে রোদ থেকে সুরক্ষা দেয়। রাতে বায়ু চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বন্ধ হয়ে যায়।



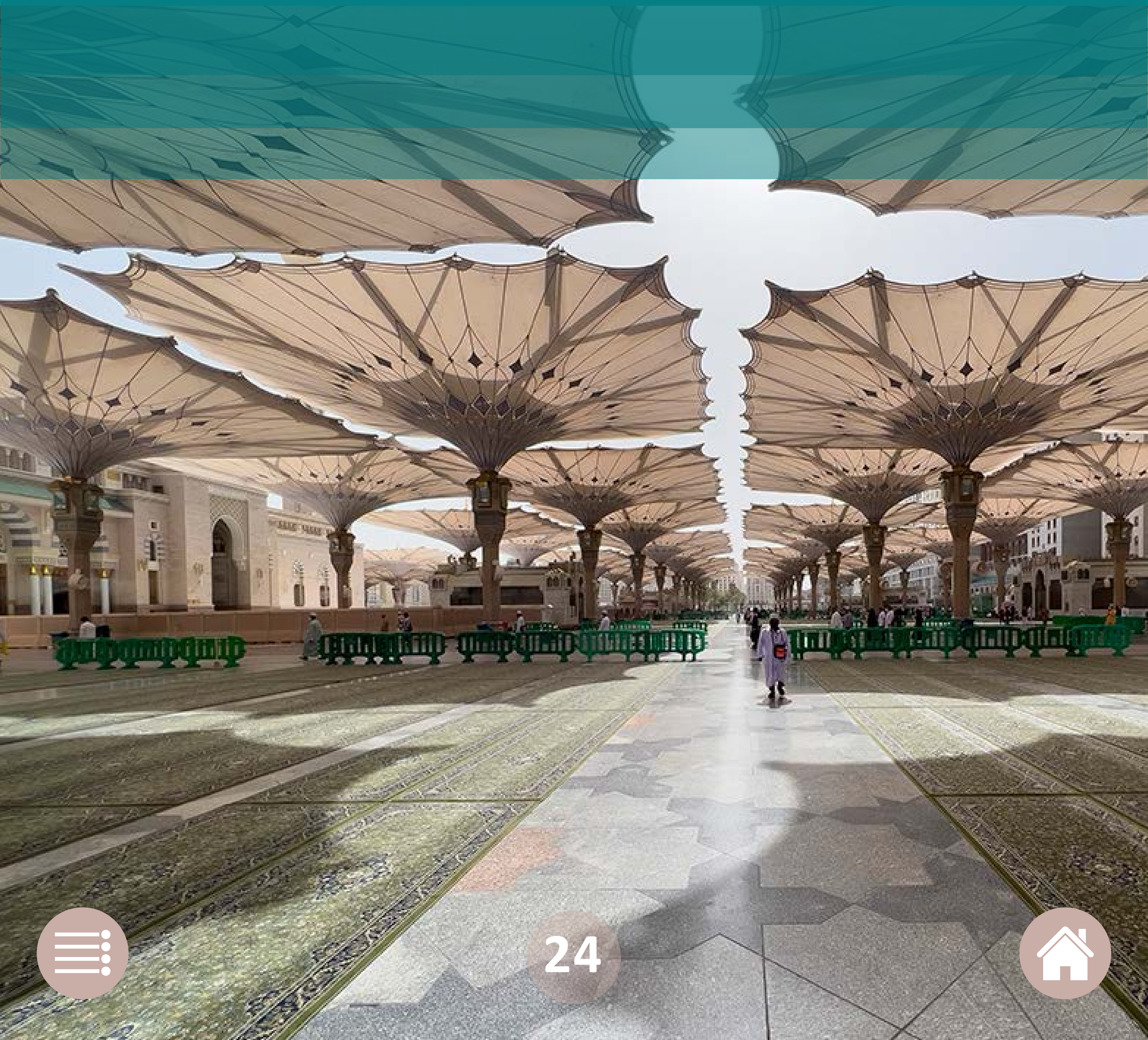
সম্প্রসারণ: এগুলো মূলত ‘সারাহাত’ কে ঘিরে থাকা মসজিদের অন্যান্য ভবন।



চত্বরসমূহ: এটা মুসল্লীদের জন্য নির্মিত বিস্তৃত অঞ্চল। এখানেও স্বয়ংক্রিয় ছাতা রয়েছে যা মুসল্লীদেরকে রোদ থেকে সুরক্ষিত রাখে। বায়ু চলাচল স্বাভাবিক রাখে। আবহাওয়া শীতল রাখতে পানি স্প্রে করে।

আয়তন ২৩৫০০০ বর্গ মিটার

ধারণ ক্ষমতা ৪৫০,০০০ মুসল্লী



সংখ্যায় মসজিদে নববী

ভেতর ও বাহিরের দরজা
২২৯ টি

স্থির ও চলমান গম্বুজ
১৯৬ টি

মিনার
১০ টি

কোরআন রাখার তাক
১০৪৯৬ টি

মসজিদের অভ্যন্তর ও চত্বরের ছাতা
২৬২ টি

পানি স্প্রে ফ্যান
৪২৪ টি

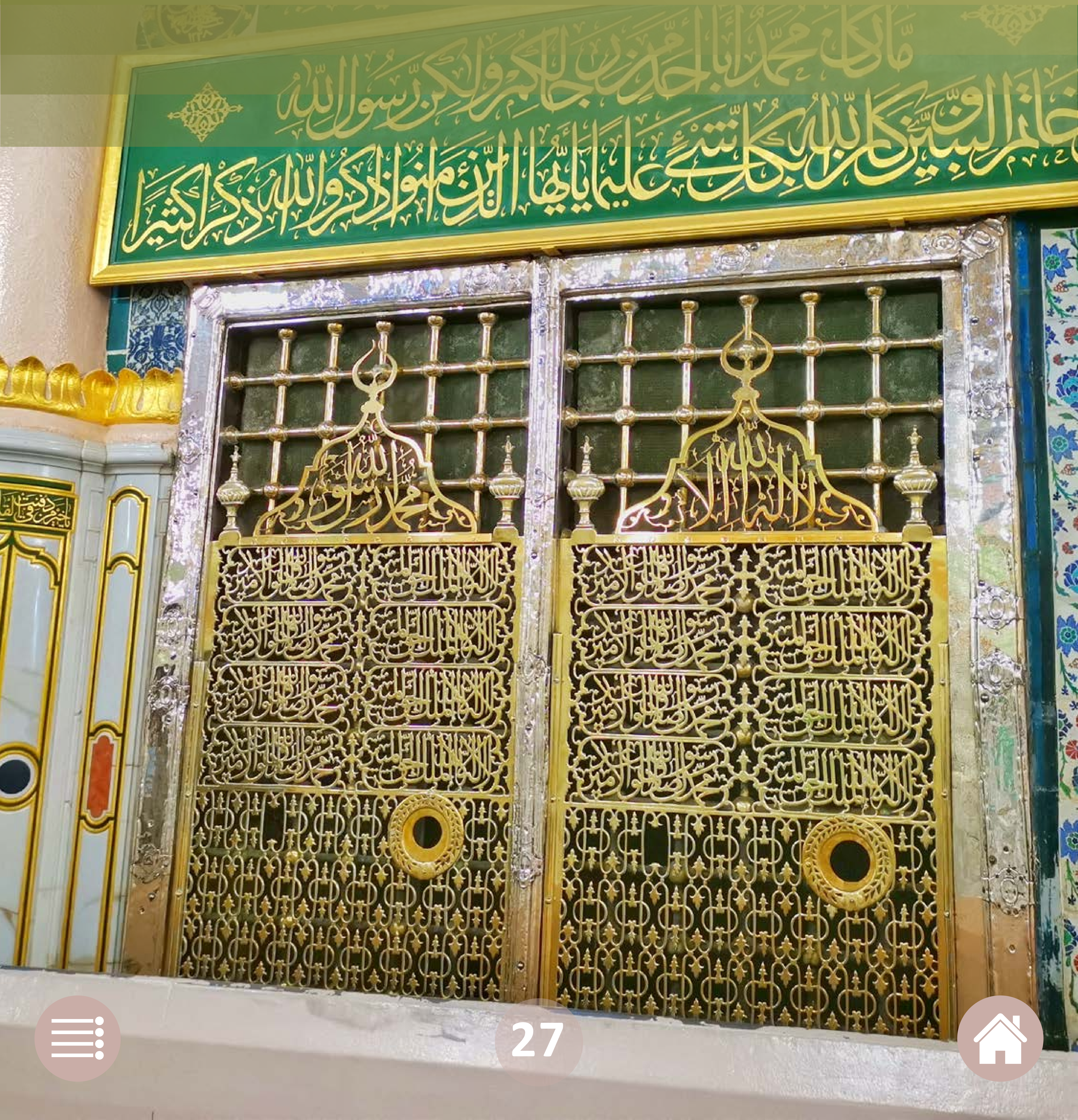


হুজরা শরীফ

‘হুজরা শরীফ’ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ঘরকে বোঝানো হয় যেখানে তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে আবী বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আয়েশার হুজরাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমার কবরে পরিণত করেন।

এই হুজরা শরীফ পবিত্র মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটার দরজা ছিল সরাসরি রিয়াজুল জান্নাহ বরাবর।

এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আয়েশা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, চুল আঁচড়ে দিতেন।





রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জীবন সায়াহ্নে সর্বশেষ অসুস্থ হলেন তখনও আয়েশার হুজরাতে ছিলেন। তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে আয়েশার হুজরাতে থেকে সেবা গ্রহণের অনুমতি চান এবং তারাও সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন।





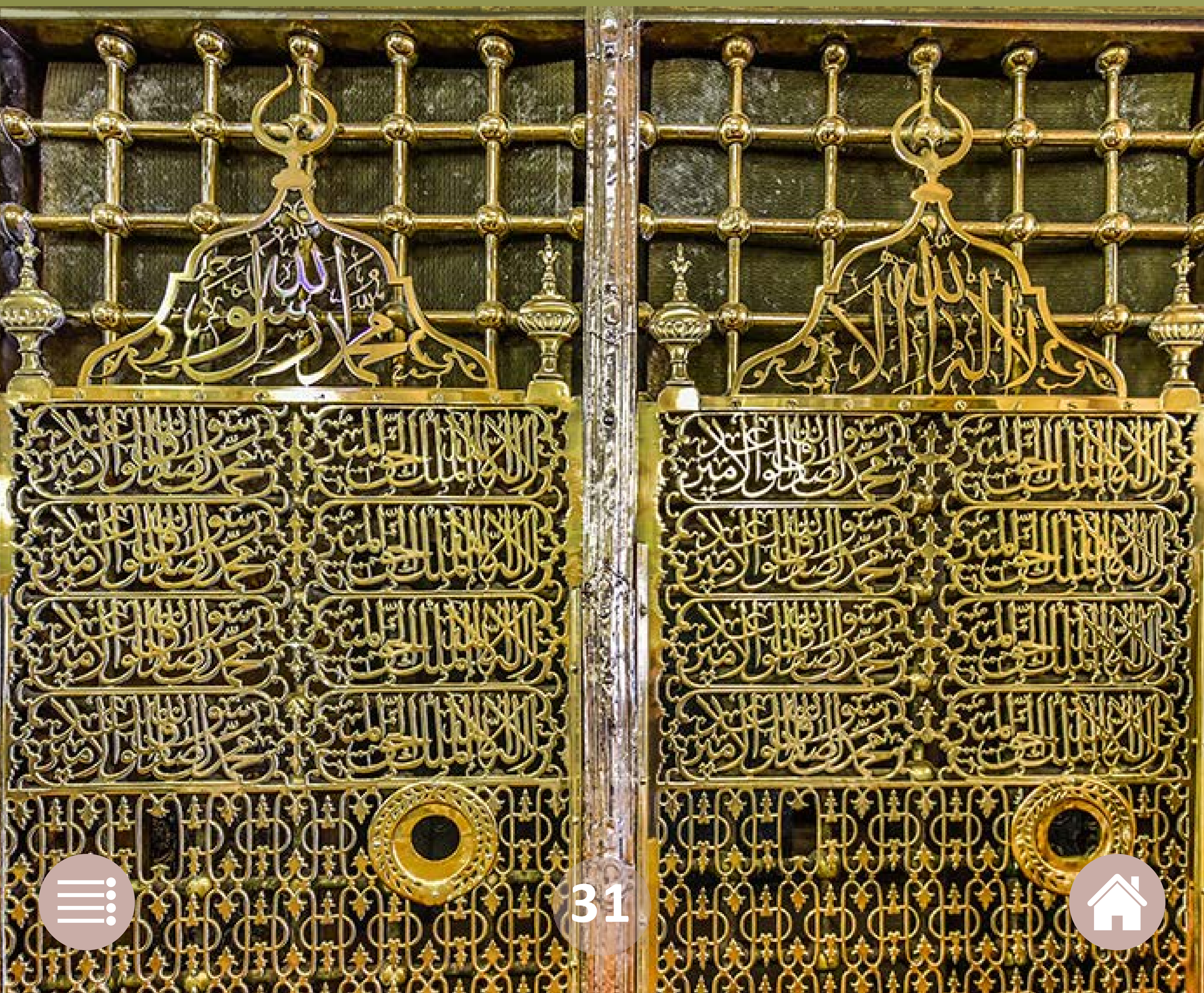
অতঃপর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেন, তখন ওফাতের স্থানেই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। কারণ তিনি নিজে বলে গিয়েছেন, ‘প্রত্যেক নবীকে ওফাতস্থলে দাফন করা হয়’। তাই তাঁকেও এই হুজরাতে চিরতরে শায়িত করা হয়।

অতঃপর এখানে তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাবও শায়িত হন।

দীর্ঘকাল হুজরা শরীফ মসজিদের বাইরে ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন মসজিদ সম্প্রসারিত হয়, তখন এটা মসজিদ-সীমার ভেতরে ঢুকে যায়।

বৃষ্টি, বন্যা ও ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে হুজরা শরীফ সুরক্ষিত রাখতে মুসলমানগণ যুগে যুগে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন:

হুজরা শরীফের চতুর্পার্শ্বে অবকাঠামো ও প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই অসিয়ত বাস্তবায়িত করা হয় যেখানে তিনি তাঁর কবরকে উৎসব কিংবা শিরকের স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন।



বর্তমানে হুজরার ওপর একটি সবুজ গম্বুজ রয়েছে। ১২৫৩ হিজরীতে এটা সবুজ রঙে রাঙানো হয়।





নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম প্রদান

মদিনায় অবস্থানরত লোকদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করা ও তাঁর ওপর সালাম দেয়া মুস্তাহাব।



নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের বিবরণ



1 মসজিদে নববীর সামনের অংশের পূর্বদিকে বিদ্যমান 'বাবুস সালাম' দিয়ে প্রবেশ করবেন। ধীর-স্থির ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন।

2 যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফের সামনে পৌঁছে যাবেন তখন: রাসূলে কারীমের ওপর সালাম দিবেন। বলবেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ('আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ')। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করবেন। এভাবেও বলতে পারেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া খিয়ারাতাল্লাহি মিন খালকিহী। আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন ওয়া ইমামাল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা কাদ বাল্লাগতার রিসালাহ, ওয়া আদ্দাইতাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জা-হাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহী। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'।

3 অতঃপর এক কদম অগ্রসর হয়ে আবু বকর সিদ্দীকের ওপর সালাম পেশ করবেন।

4 অতঃপর আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে উমর ইবনুল খাত্তাবের ওপর সালাম পেশ করবেন।




ادخلوها بسلام آمنين
KING
SAUD
GATE
DOOR NO. 7



5

অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে সেখানে দাঁড়াবেন। আওয়াজ উঁচু করবেন না।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে উভয় অবস্থায় সমানভাবে সম্মানিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এতে তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার’।

6 সালাম দেয়ার সময় যথাসম্ভব তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবেন। কবরকে সামনে রাখবেন।

7 তবে সালামের জন্য খুব সামান্য সময় দাঁড়াবেন। যাতে অন্যান্য যিয়ারতকারীরা সালামের সুযোগ পান। ওখানে ভিড় কিংবা হট্টগোল সৃষ্টি না হয়।



8 কবর কিংবা কবরের আশপাশের কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না।

9 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের দুআ করবেন না। বিপদ থেকে উদ্ধার কিংবা রোগ মুক্তির প্রার্থনা করবেন না। কারণ এগুলো একমাত্র চিরঞ্জীব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা যায় না। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ বাস্তবায়ন ও শিরক নির্মূলের জন্য এসেছেন।

10 অতঃপর ধীর-স্থিরতার সহিত সেখান থেকে বের হয়ে যাবেন। যাতে পেছনে থাকা লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম পেশের জায়গা তৈরি হয়।





রওজা শরীফ

রওজা শরীফ (রিয়াজুল জান্নাহ) মসজিদে নববীর সামনের দিকের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর (হুজরা শরীফ) থেকে শুরু করে তাঁর মিম্বর পর্যন্ত অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

রওজা একটি মহা ফজীলত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এখানে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। এখানেই রাসূলুল্লাহ, তাঁর সাহাবাগণ নামাজ পড়তেন, দুআ করতেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন।

এটা মসজিদে নববী শরীফের সর্বোত্তম অংশ।

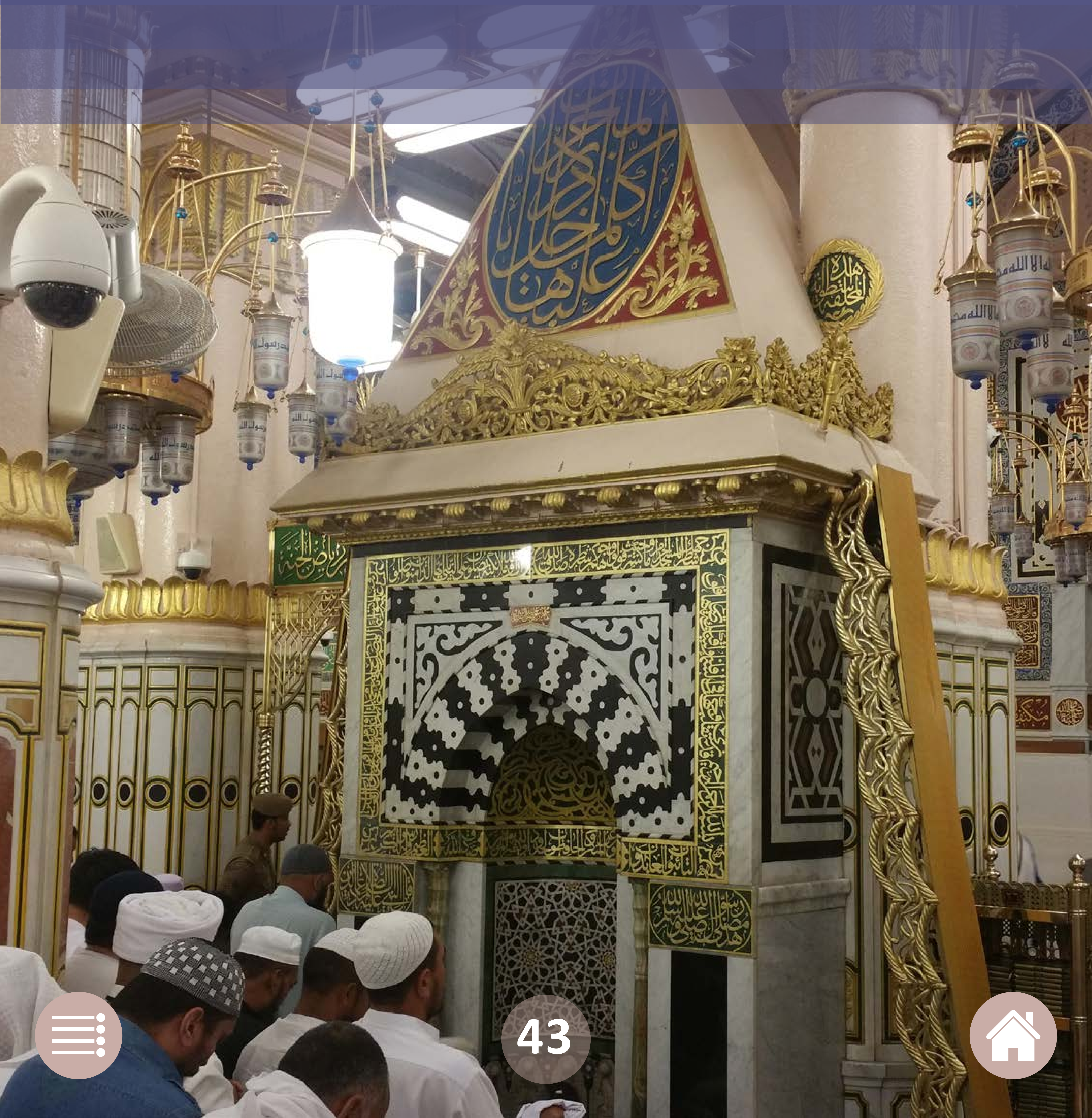
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী অংশটুকু জান্নাতের একটি বাগান'।



রিয়াজুল জান্নাহ তথা জান্নাতের বাগান বলতে কী উদ্দেশ্য?

এখানে অবস্থানকারী ব্যক্তি জান্নাতের বাগানের মতো সৌভাগ্য ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে থাকেন।

এখানে ইবাদত ও নামাজ মানুষকে জান্নাতের বাগানের দিকে নিয়ে যায়।





রওজা শরীফে কীভাবে নামাজ পড়বো?

রওজা শরীফে নামাজে আগ্রহীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভিড় এড়াতে এটাকে নিয়মানুবর্তী করা হয়েছে। ফলে এখন সেখানে প্রবেশ করতে হলে অফিসিয়াল অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং নিতে হয়। প্রবেশের সময় ও স্থান বাছাই করতে হয়।

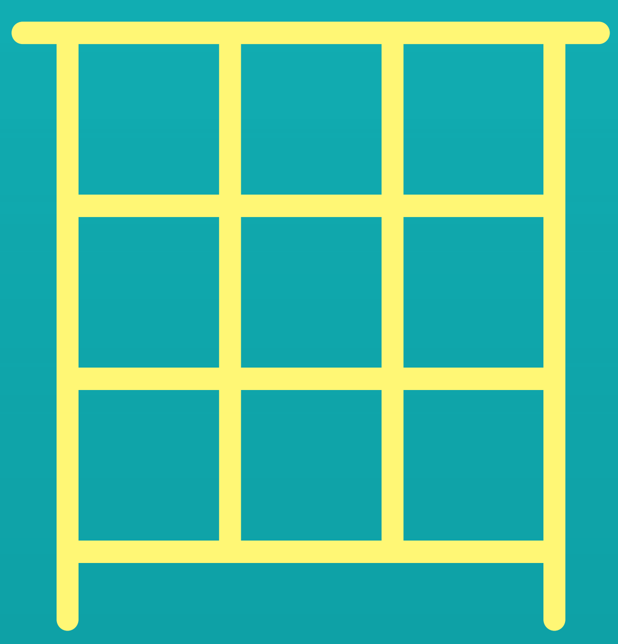




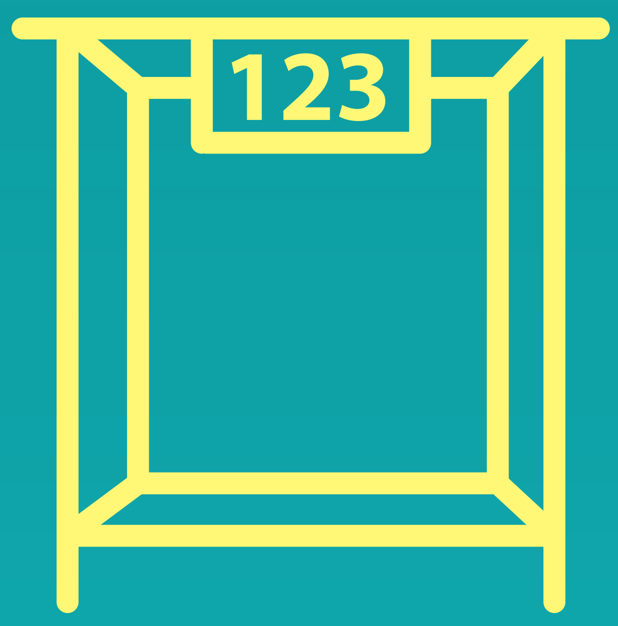
মসজিদে নববীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা

প্রায় সবগুলো দরজা দিয়ে হুইল চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করা যায়।

বয়স্ক এবং যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য মসজিদের ভেতরে প্রধান ফটকের পাশে বহনযোগ্য চেয়ার বিদ্যমান রয়েছে।



মসজিদে প্রবেশের সময় আপনি দরজার কাছে নির্ধারিত জায়গায় জুতো রাখতে পারেন। কিংবা মসজিদের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্সেও জুতো রাখতে পারেন।



যে বাক্সে রাখবেন সেটার নম্বর মনে রাখুন। কারণ সবগুলো দেখতে একই রকম।

অনুগ্রহপূর্বক যত্রতত্র স্থানে জুতো রাখবেন না।



মসজিদে নববীর ভেতরে সাধারণত সোম ও বৃহস্পতিবারে রোজাদারদের জন্য ইফতারীর ব্যবস্থা থাকে।





মসজিদে নববীর ভেতরে বিদ্যমান সকল পানি যমযম কূপের।

বিশুদ্ধতা ও নির্মলতার উচ্চমান রক্ষা করে সেগুলো মসজিদে নববীতে নিয়ে আসা হয়।



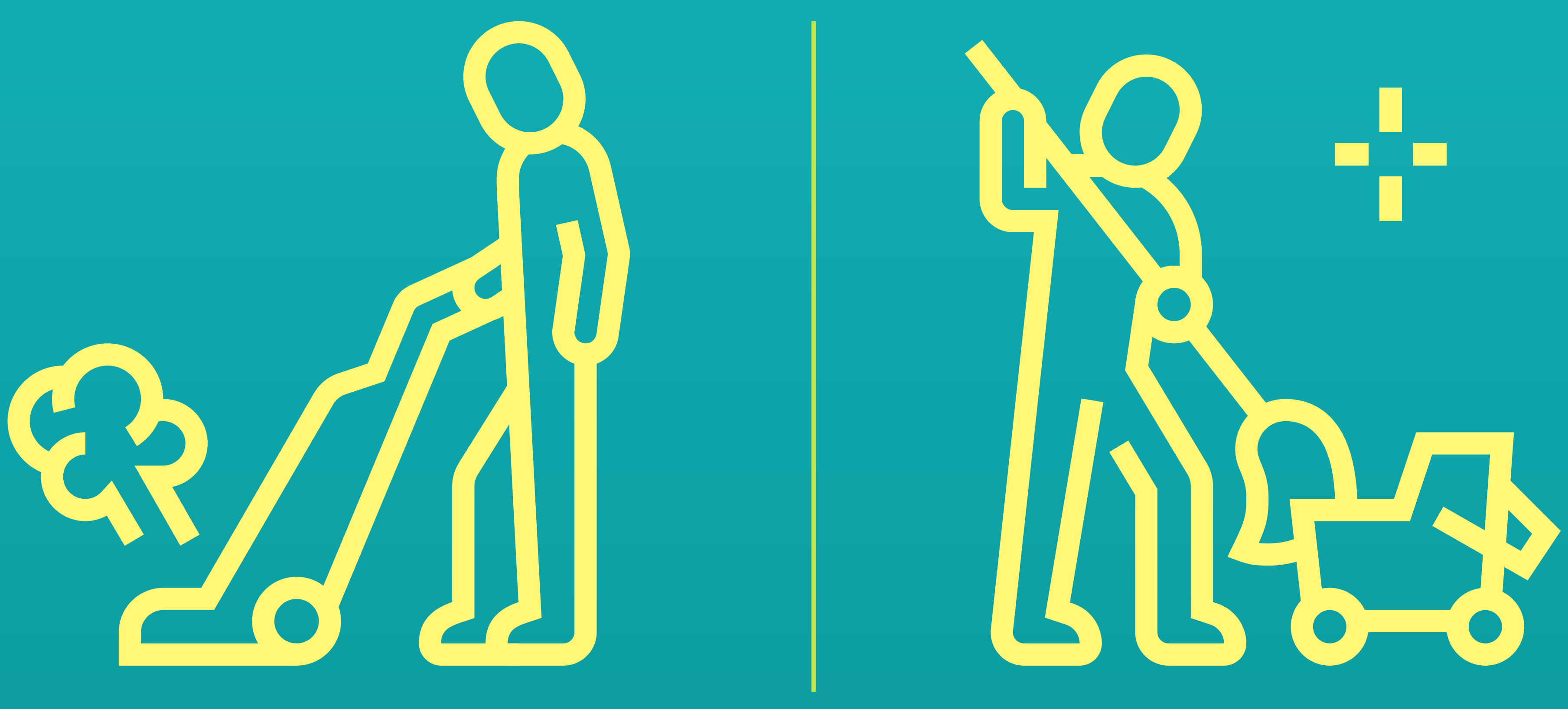
মনে রাখুন এটা সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ, তাঁর সাহাবাগণ সবসময় আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের মাঝে কাটিয়েছেন। আপনার পাশেই নবীজীর কবর। সুতরাং আপনার প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকুন। শোরগোল, হাসি-ঠাট্টা, অনর্থক মোবাইল ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন।





মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থের জন্য অসংখ্য হালকা (মজলিস) চালু রয়েছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ সেগুলোতে পাঠদান করে থাকেন।





মসজিদের কার্পেট কিংবা টাইলসের ওপর কিছু পড়ে নোংরা হয়ে গেলে দ্রুত পরিচ্ছন্নকর্মীর সহায়তা গ্রহণ করুন।



মসজিদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান পথগুলো চলাফেরার জন্য। সেগুলোতে নামাজে দাঁড়ালে চলাচল বিঘ্নিত হবে এবং ভিড় সৃষ্টি হবে।



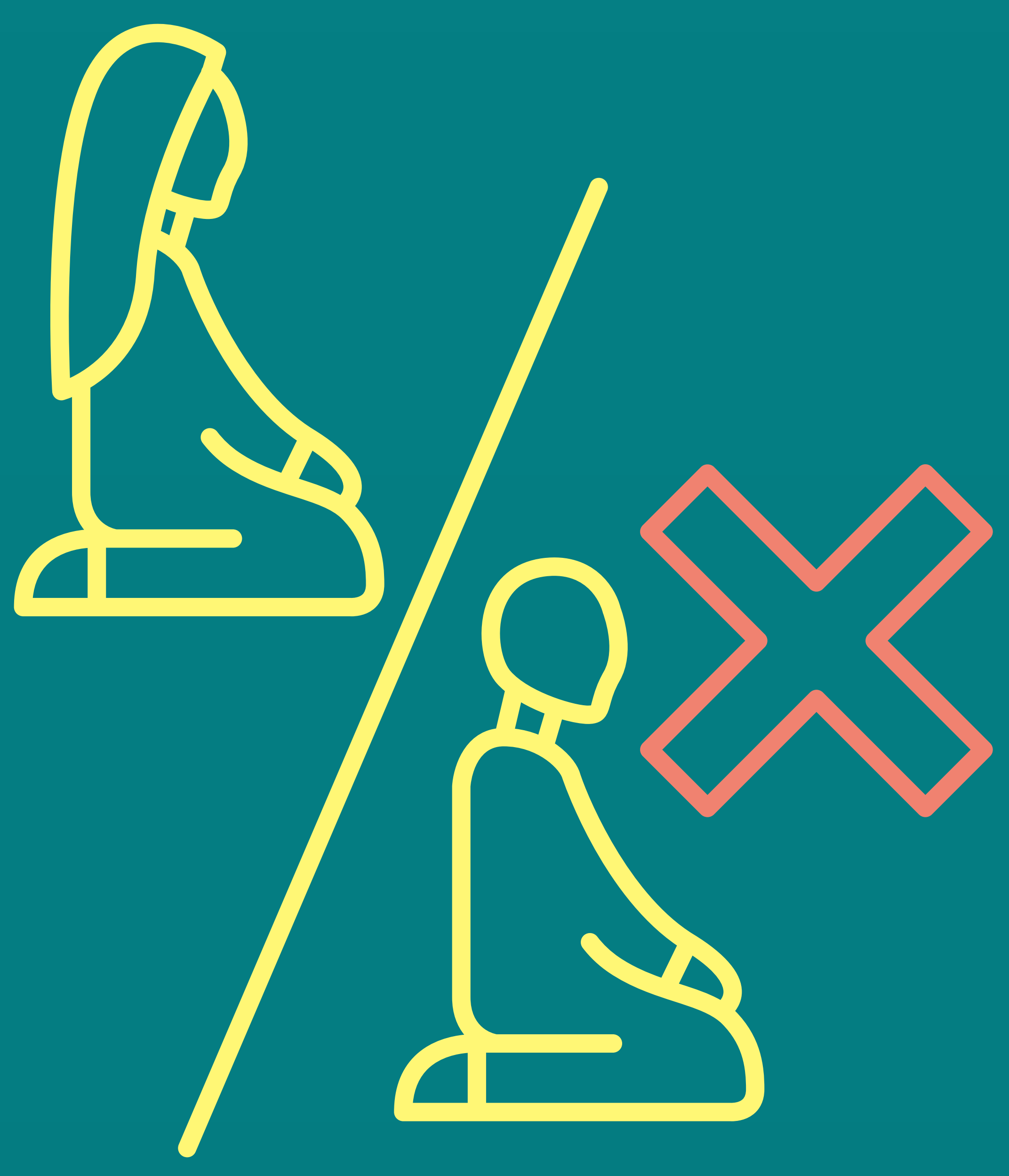
মসজিদ প্রাঙ্গণে একাধিক উজুখানা রয়েছে। ফলে মুসল্লির কষ্ট করে শৌচাগারে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

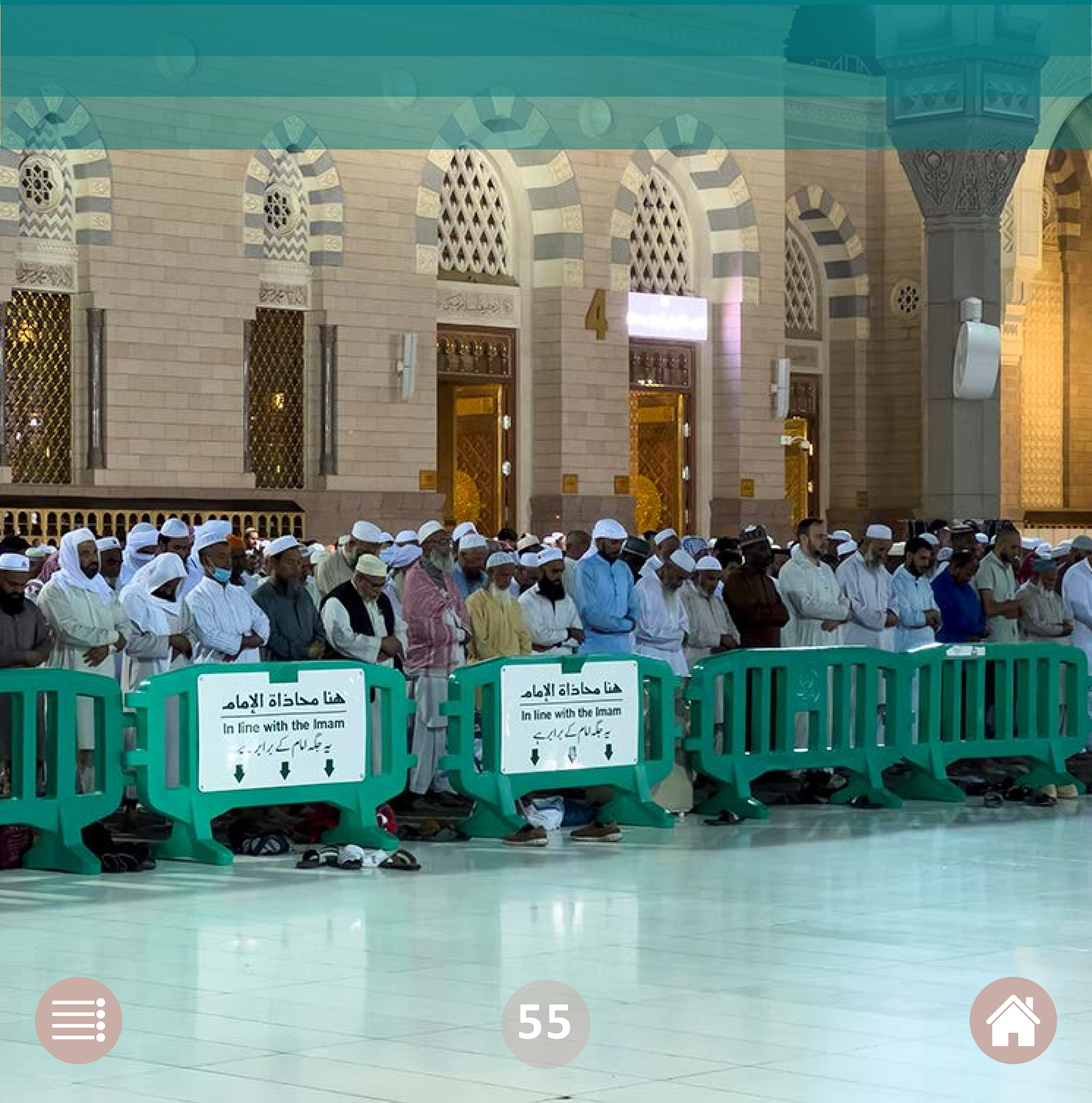


খোলা চত্বরে হোঁচট খাওয়া থেকে সতর্ক থাকুন।
জুতার কারণে হোঁচট খাওয়া থেকে সাবধান হোন।

হারামের আঙিনায় ধুমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

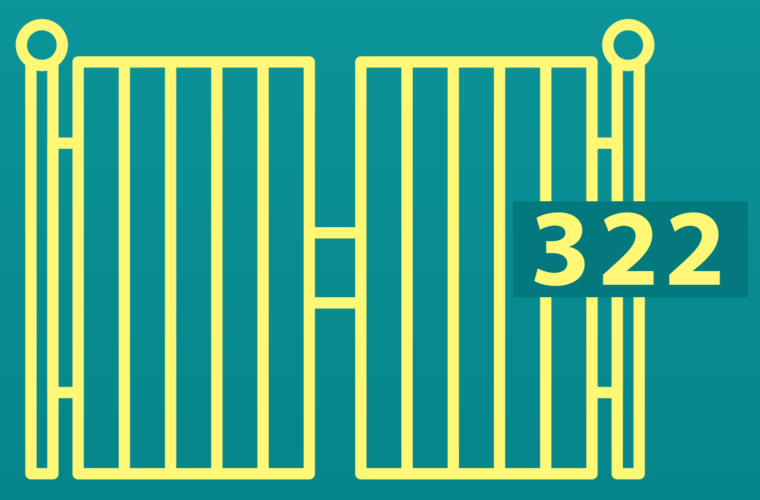
মসজিদের দক্ষিণ প্রাঙ্গনে নামাজ পড়তে গিয়ে ইমামের আগে দাঁড়াবেন না। এক্ষেত্রে ইমামের অবস্থান জানা ও তাঁর বরাবর কিংবা পেছনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে লিখিত সাইনবোর্ডগুলোর দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।





মসজিদের প্রত্যেক দরজার পাশে সুস্পষ্টভাবে সেটার নম্বর লেখা রয়েছে। সুতরাং এসব নম্বর দেখে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত দরজায় পৌঁছতে পারেন।

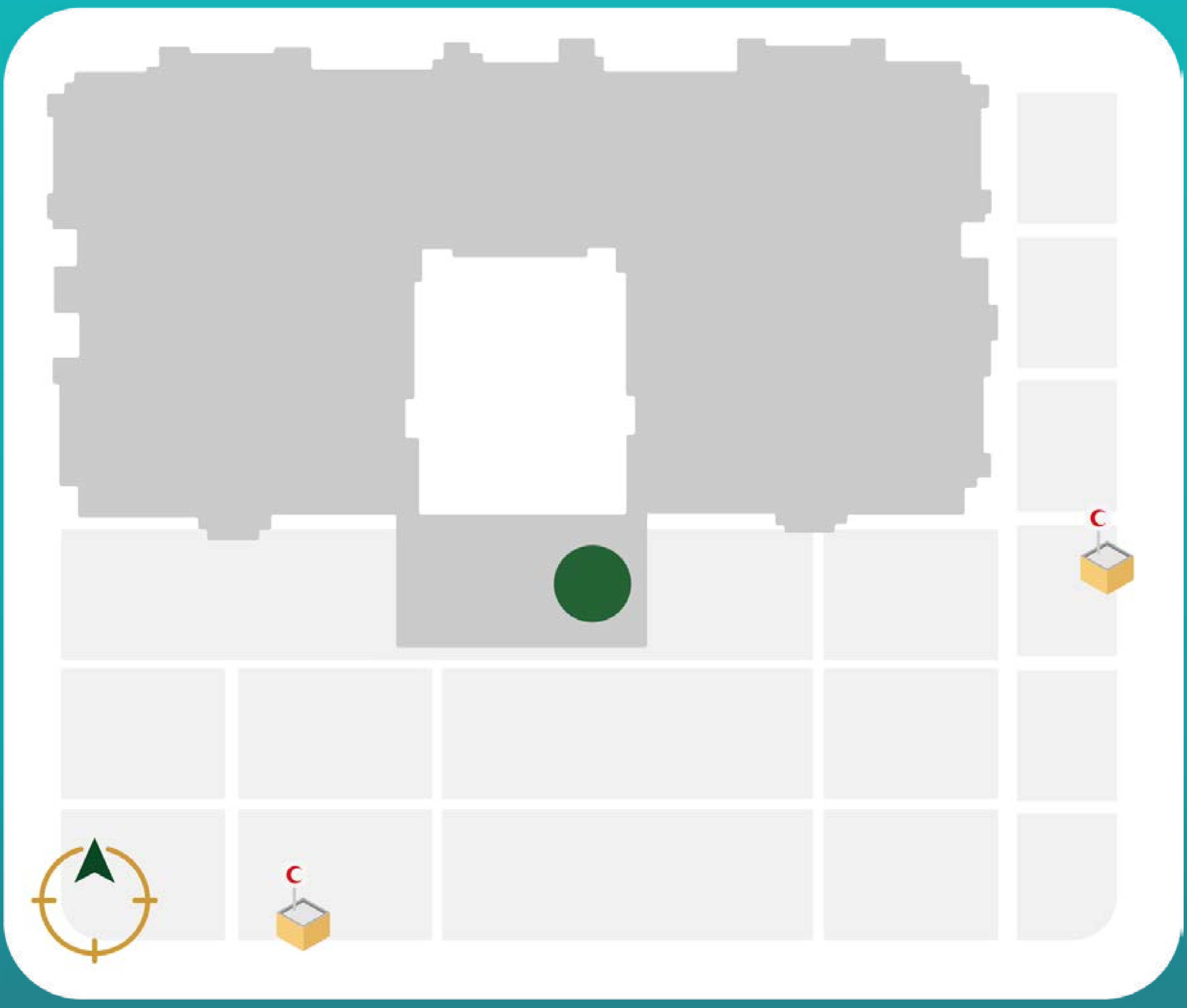




মসজিদে নববী চত্বরের দরজার গায়েও নম্বর রয়েছে। এগুলো মূলত চত্বরের বাইরের দেয়ালের দরজায় লিখিত। মূল মসজিদের দরজার নম্বরগুলো থেকে এসব দরজার নম্বর ভিন্ন।



শারীরীক কোনো জটিলতার প্রয়োজনে হারামের আঙিনার পাশে বিদ্যমান দু'টো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।



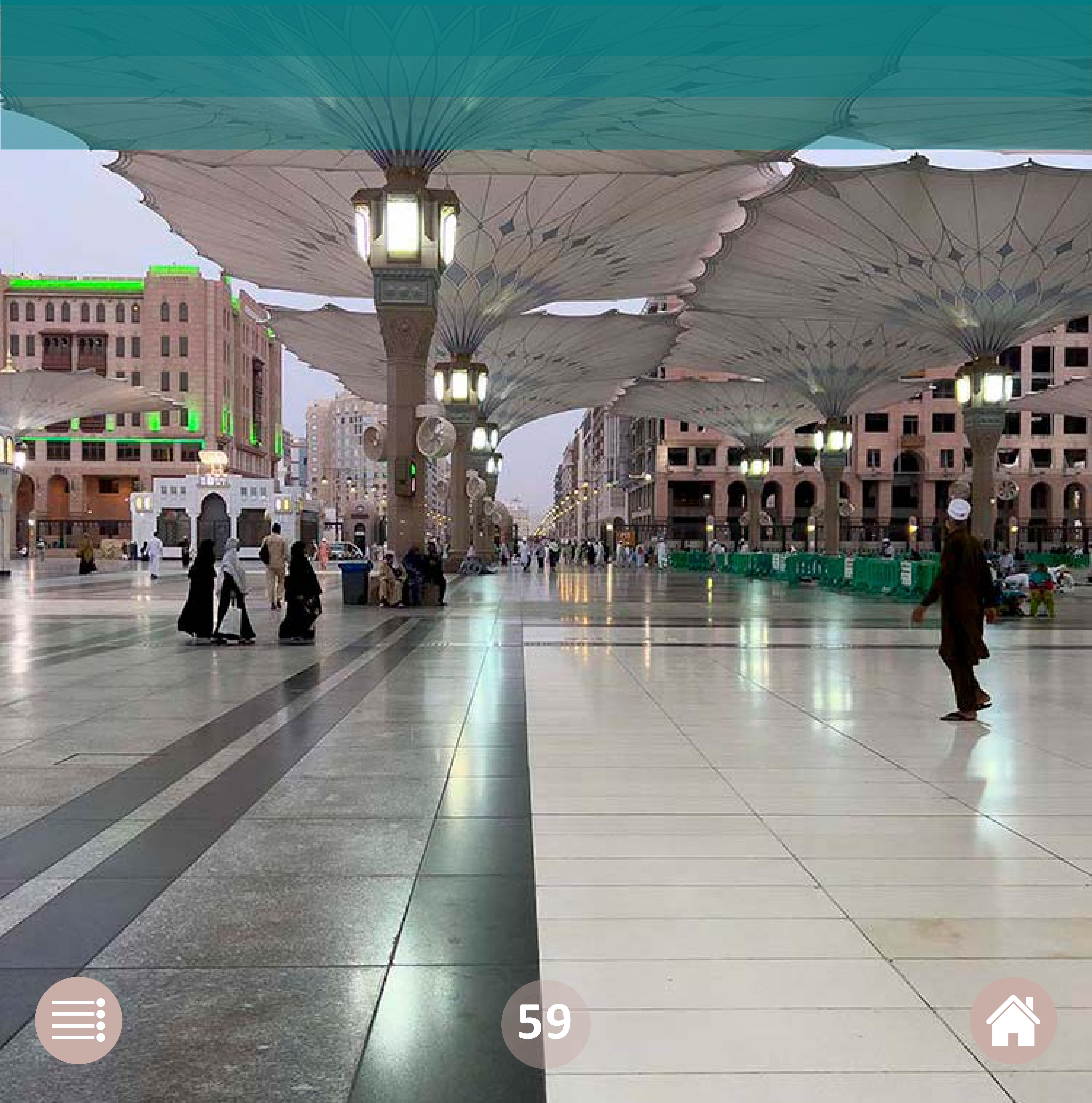


চত্বরে খালি পায়ে হাঁটা

জুতো হারিয়ে ফেললে কিংবা খুঁজতে গেলে প্রচণ্ড গরমের সময় সাদা টাইলসগুলোর ওপর হাঁটুন। কারণ এগুলো তুলনামূলক ঠাণ্ডা থাকে।

কালো কিংবা রঙিন টাইলসগুলোর ওপর খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত থাকুন। কারণ সেগুলো প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকে।





গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য হজ
ও ওমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH